কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করুন

ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনে নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য এবং এর চর্চা হওয়া উচিত শৈশব থেকেই। কারণ আজকের কন্যাশিশুই আগামীদিনের নারী। এ প্রত্যাশা নিয়েই এবছর তৃতীয়বারের মত জাতীয় পর্যায়ে কন্যাশিশু দিবস পালিত হচ্ছে। কন্যাশিশুদের অবস্থানগত উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক গণজাগরণ সৃষ্টি করাই কন্যাশিশু দিবস পালনের উদ্দেশ্য।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য হলো নিরাপদ কন্যাশিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বিষয়টি কন্যাশিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করণ সম্পর্কিত।

আবহমানকাল থেকে সৃষ্ট মূল্যবোধ, প্রচলিত প্রথা ও নানা নিয়ম কানুনের মধ্যে বেড়ে উঠে এ দেশের কন্যাশিশুরা। পুষ্টি , শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা বৈষম্যের শিকার। সুতরাং যোগ্য নারী হিসেবে তাদের বিকাশের পথ রোহিত হয় শৈশব থেকেই।

যদিও বাংলাদেশের শিশুনীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে সকল শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে এ নীতির কতটা অর্জিত হচ্ছে তা ভাববার বিষয়। কারণ নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য প্রকট। ফলে তারা শিক্ষায় অনগ্রসর, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতাও তাদের মধ্যে ব্যাপক। কিন্তু কন্যাশিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ করে দেয়া অত্যাবশ্যক। তাদের জন্য মৌলিক অধিকার গুলি সহজলভ্য করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে পুরো জাতি লাভবান হবে যার প্রভাব হবে সুদুরপ্রসারী।

ইতিমধ্যে সার্ক কন্যাশিশুবর্ষ ও কন্যাশিশুদশক আমরা পেরিয়ে এসেছি। এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারিনি। এর একমাত্র কারণ কন্যাশিশুদের গুরুত্বের প্রতি অজ্ঞতা, অসচেতনতা। কিন্তু দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা ব্যাতিরেকে প্রকৃত উন্নয়ন কিংবা জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের অধিকার নিশ্চিত করে বৈষম্য বিলোপ করা জরুরী। সাধারণভাবে কন্যাশিশুদের প্রতি বিরাজমান বৈষম্যের ক্ষেত্রসমুহ নিচে আলোচনা করা হলো:

শিক্ষা ও কন্যাশিশু: সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বাংলাদেশের শতকরা ২১ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় না । যারা পায় তাদেরও প্রায় ৪০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ড্রপ আউট বা ঝরে পড়ে। সুযোগ বঞ্চিত বা ঝরে পড়া এ শিশুদের অধিকাংশই যে কন্যাশিশু তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। তবে আশার কথা যে মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি চালুসহ শিক্ষাকে অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত নি:সন্দেহে প্রসংশনীয়। সুতরাং এ কর্মসূচির সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে কন্যাশিশুর শিক্ষার সম্প্রসারণের দিকটি।

স্বাস্থ্যসেবা ও কন্যাশিশু: যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা শিশুর পরিপূর্ন শারিরীক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুরই স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু বেশরিভাগ শিশুই প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা পায়না। তার মধ্যে কন্যাশিশুর অন্যান্য সকল সীমাবদ্ধতার মত স্বাস্থ্যসেবা পেতে বেশীরভাগ অবহেলা লক্ষ্য করা যায় বিশেষত: বাবামার সচেতনতার অভাব, আর্থিক অবস্থা, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা না থাকা সহ নানা কারণ। জন্মলগ্ন থেকেই মেয়েরা যে বৈষম্যের শিকার হয় তার প্রতিফলন ঘটে তার ভঙ্গুর স্বাস্থ্যে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষনায় একটি সত্যই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে - পারিবারিক খাদ্যবন্টন, চিকিৎসার সুযোগ এবং সুস্থ্য স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য যত্নের ক্ষেত্রে তার ভাইয়ের তুলনায় বোনের প্রাধান্য কম। অর্থ্যাৎ পিতা মাতা অবচেতন ভাবেই মেয়ের স্বাস্থ্যকে কম গুরুত্ব দেন। এর প্রভাব পড়ে সন্তান জন্মদান করার ক্ষেত্রে। বর্তমানে প্রতি হাজারে চারজন মায়ের অকাল মৃত্যুঘটছে।

পুষ্টিহীনতা ও কন্যাশিশু: অষ্টম জাতীয় পুষ্টি সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ৫ বছরের কমবয়স্ক শিশুদের ৬০ ভাগ মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে। নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে কন্যাশিশুর সংখ্যা বেশী কারণ ৫ বছরের কমবয়সী ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ১৬ ভাগ কম ক্যালরী গ্রহণ করে । ফলে এ বয়সী শিশুদের মধ্যে ৬ ভাগ ছেলে শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে পক্ষান্তরে ৯ ভাগ কন্যাশিশু মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। এছাড়া ৫-১১ বছর বয়সি আয়োডিনের অভাবজনিত রোগে ভুক্তভোগী শিশুদের মধ্যে ৫৩ ভাগই কন্যাশিশু। সামগ্রীকভাবে এ পরিস্থিতি জাতির ভবিষ্যতের জন্য হুমকীসরূপ। কারণ অপুষ্ট শিশুটি যখন বড় হয় তখন সে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। তার মেধা ও সৃজনশীলতায় ঘাটতি থেকে যায়। সুতরাং এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

ব্যাক্তি স্বাধীনতা ও কন্যাশিশু: এদেশে একটি কন্যাশিশু যে পরিবারেই হোকনা কেন সাধারণত তার বিয়েসহ যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তার বাবা, মা বা অভিভাবক। যার কারণে অনেক সময়ই সে বাল্যবিবাহের শিকার হয়। পড়াশুনা বাদ দেয়াসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই তাকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়।

চিত্ত বিনোদন ও কন্যাশিশু: ধর্মীয় , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চা এবং প্রথাগত কারণে নানা প্রতিকুলতার মধ্যদিয়ে বড় হয় একজন কন্যাশিশু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিশোরী বয়সে পর্দাপন করার সাথে সাথেই বাইরের জগতে বিচরণ বা খেলাধুলার পর্ব তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যার ফলে তার সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিপর্যস্ত হয়।

জন্মনিবন্ধীকরণ ও কন্যাশিশু: শিশু অধিকার সনদের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে শিশুর জন্মের পরপরই তার জন্মের নিবন্ধীকরণ করতে হবে। একটি কন্যাশিশুর জন্মের পরিচয়ে বা তার বয়সের সাথে সামাজিক, স্াংস্কৃতিক ও আইনগত অধিকার চর্চার বিষয়টি জড়িত। যেমন নির্ধারিত বয়সে সে মতামত দিতে পারে কিন্তু জন্মনিবন্ধীকরণ সনদপত্র না থাকায় তার মতামতের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কন্যাশিশুঃ বৈষম্যমূলক সমাজে কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতন শুরু হয় জন্মলগ্ন থেকেই। এই নির্যাতন ঘরে বাইরে সর্বত্র ফলে বর্তমানে এর মাত্রা এবং ধরণ এমন আকার ধারণ করেছে যা গোটা দেশের উন্নয়ন পরিপন্থি হয়ে গেছে। কারন মেয়েরা স্কূল কলেজে যেতে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে এসিড সন্ত্রাস, যৌন নির্যাতন, অপহরণ ইত্যাদি আতঙ্কে। একটি সুত্রে জানা যায় বাংলাদেশে প্রতিমাসে ২০০ - ৪০০ তরুনী ও শিশু পাচার হয়ে থাকে। এছাড়া গত এক বছরে শিশু ধর্ষন সহ এসিড সন্ত্রাসের চিত্র ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছেছে। যার কারণে গোটা দেশে কন্যাশিশুদের জন্য একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যত বিরাজ করছে।

এ দেশের উন্নয়ন আমাদের শিশুদের উন্নয়ন বিশেষ করে কন্যাশিশুদের উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কেননা তারাই আগামী প্রজন্ম বাংলাদেশের ভবিষ্যত। তাই অবস্থার পরিবর্তনে তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণে তাদের প্রতি আমাদের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট সামারান্স এর মতে কন্যাশিশুদের প্রতি বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের বিনিয়োগের সর্ব্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে।

তাই আসুন আমরাও আজ থেকেই ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ সৃষ্টিতে কন্যাশিশুদের গুরুত্ব অনুধাবন করি। তাদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, বিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হই।

কন্যাশিশু দিবস উদযাপন কমিটি